যুগান্তর

[illegible] 2 6 [illegible] 2013
[illegible] ৪ [illegible] ৬

সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি উদ্বেগজনক। রোববার ছিল সমাপনীর ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা। এদিন বিকাল থেকেই এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও ওই প্রশ্নপত্রে নেয়া হয়েছে পরীক্ষা। রোববার পর্যন্ত এ স্তরের মোট ছয়টি বিষয়ের তিনটি পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। এর সব কটিরই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে বলে নিশ্চিত করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান করা প্রয়োজন।

এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, প্রাথমিক স্তর অর্থাৎ শিশুদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। এর আগে বিভিন্ন সময়ে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় থেকে শুরু করে অনেক প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষা, সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষা এমনকি বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে, কোনো ক্ষেত্রেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র গোপন রাখা যাচ্ছে না। এর কারণগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া জরুরি। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় সরকারি মুদ্রণালয় বিজি প্রেসের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়। বস্তুত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, ছাপা ও বিতরণ— এ তিন পর্যায়েই প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এটি মাথায় রেখেই এ সংক্রান্ত তদন্ত কাজ পরিচালনা করতে হবে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীরা এক্ষেত্রে অভিনব কৌশল অবলম্বন করে থাকে। বছর দুই আগে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে তদন্তে দেখা যায়, স্বাস্থ্য অধিদফতরের ছাপাখানায় কর্মরত একজন শ্রমিক তার অন্তর্বাসের নিচে দেহের সঙ্গে স্কচটেপ দিয়ে প্রশ্নপত্র আটকে রেখেছিল। বিজি প্রেসে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতরা যে পন্থা অবলম্বন করে তা আরও অভিনব। তারা নাকি আগে থেকেই ঠিক করে নেয় কে কোন প্রশ্নটি মনে রাখবে। তারপর এক সঙ্গে বসে প্রশ্নগুলো লিখে মোটা অংকের বিনিময়ে বিক্রি করে।

প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কাজটি অত্যন্ত গোপনীয় এবং তা কঠোরভাবে সংরক্ষণ করা হবে, এটাই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও প্রায়ই তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার বিষয়টি বিস্ময়ের। সন্দেহ নেই, এর পেছনে বড় ধরনের অর্থ লেনদেন তথা দুর্নীতি কাজ করে। লোভের বশবর্তী হয়েই প্রশ্নপত্র সংরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কিছু মানুষ তা ফাঁস করে দেয়। অনেক সময় প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধেও এ ধরনের অভিযোগ ওঠে। বিভিন্ন সময়ে রাজধানীর কিছু কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠেছে। প্রশ্নপত্র প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট অনেকে নাকি ওইসব কোচিং সেন্টারের সঙ্গেও জড়িত। ফলে একশ্রেণীর শিক্ষার্থী প্রশ্নপত্র পাওয়ার প্রলোভনে পা দিয়ে কোচিংয়ে ভর্তি হয়। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সুযোগ রয়েছে স্থানীয় পর্যায় থেকেও। দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার বেশ আগেই প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়ে থাকে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের দায়িত্ব কঠোর গোপনীয়তা ও নিরাপত্তাধীনে সেসব সংরক্ষণ করা এবং পরীক্ষার আগ মুহূর্তে তা বের করা। এক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলে ফাঁস হয়ে যেতে পারে প্রশ্নপত্র।

কোনো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে অযোগ্যরা তাতে সহজেই উৎরে যাওয়ার সুযোগ পায়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অনেক প্রকৃত মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষার্থী। দেশের জন্য এর সুদূরপ্রসারী ফল নেতিবাচক হতে বাধ্য। কাজেই যেভাবেই হোক, প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করতে হবে— তা যে পরীক্ষারই হোক না কেন। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে আইনের প্রয়োগও। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অপচেষ্টায় যারা লিপ্ত ছিল, তাদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে, এটাই প্রত্যাশা।